দৈনিক ইত্তেফাক

FEB. 15 20

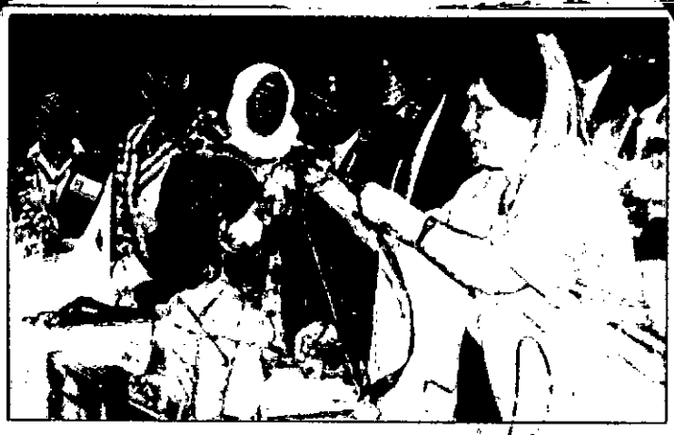

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বৃহস্পতিবার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, গার্লস গাইড, স্কাউট এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন

শিক্ষার্থীদের আত্মিক ও নৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে হবে

--প্রধানমন্ত্রী

বাসস ॥ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, দেশে মানসম্পন্ন শিক্ষা ও এর প্রসার এবং কাজ ও জীবিকা নিশ্চিত করার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি সুপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা অপরিহার্য। গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ভাষণকালে বেগম জিয়া বলেন, জাতি শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত গুণাবলী জাগ্রত, তাদের আত্মিক ও নৈতিক চেতনার বিকাশ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক শিক্ষার অভাব বোধ করছে। শিক্ষার নিম্নমান ও নিম্নহারের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবিকা ও কাজের নিশ্চয়তা দিতে পারছে না।' বেগম জিয়া (২য় পৃষ্ঠায় ২-এর কঃ দ্রঃ)

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রধানমন্ত্রী

(প্রথম পৃঃ পর)

বলেন, তার সরকার শিক্ষার মান উন্নয়ন, মূল্যবোধ জাগ্রত, শিক্ষাঙ্গনে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, শিক্ষা প্রশাসনে জবাবদিহিতা ও মনিটরিং নিশ্চিত এবং দায়িত্বশীল ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক গড়ে তোলায় সহায়ক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে আগ্রহী। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার এবং বিজ্ঞান ও লাগসই প্রযুক্তিসহ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে কারিকুলামে নৈতিকতার বিষয়ের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

শিক্ষকরা যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারে সে লক্ষ্যে তিনি শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণদানের ওপর জোর দেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্যই চাকরি পাওয়ার মত দক্ষতা অর্জন, বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং যুগোপযোগী শিক্ষালাভে কম্পিউটার শিখতে হবে। পরীক্ষায় নকল ও প্রশ্নপত্র ফাঁসকে জঘন্য ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করে বেগম জিয়া বলেন, বিগত আমলের এসব ঘটনা জাতি হিসেবে আমাদের হেয় করেছে। তিনি যে কোন মূল্যে পরীক্ষায় নকল এবং প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধের আহ্বান জানান।

শিক্ষার্থীদের জন্য সাম্প্রতিক পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার নতুন সরকার সারাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০ হাজার কম্পিউটার প্রদান করছে। বিদেশে চাকরি পাওয়ার সুযোগ গ্রহণে বিদেশী ভাষা শেখার প্রয়োজনের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, তার সরকার চীনা, জাপানী, ফরাসী, আরবী, জার্মান ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষাদানের লক্ষ্যে ৬টি বিভাগীয় সদরে ল্যাংগুয়েজ ল্যাবরেটরী স্থাপনের কাজও শুরু করেছে। ইতিমধ্যে ঢাকায় একটি ল্যাংগুয়েজ ল্যাবরেটরী উদ্বোধন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত এবং শিক্ষা ও শিক্ষকদের সমস্যা চিহ্নিত ও তা সমাধানের লক্ষ্যে প্রতিবছর ১৯ জানুয়ারী জাতীয় শিক্ষক দিবস পালনের আহ্বান জানান। তিনি প্রাথমিক স্কুলের প্রতিটি ছাত্রের জন্য মাসে ১০০ টাকা প্রদান এবং বেসরকারী শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য পেনশন স্কীম চালুসহ তার সরকারের নেয়া বেশ কয়েকটি পদক্ষেপের উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। বিজয়ীদের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রধান শিক্ষক, শ্রেণী শিক্ষক, স্কাউট, গার্ল গাইড, স্কাউট শিক্ষক, স্কাউট দল, গার্ল গাইড দল এবং ছাত্র-ছাত্রী। শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এ এনএম এহসানুল হক, শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু এবং শিক্ষা সচিব এম শহীদুল আলমও অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।